শ্রীহরি ভাস্কর জ্যোতিঃ তা'তে ভাতি দিল।
পুষ্পবন্ত কলি ফুল্ল জগৎ মাতিল।।
পুষ্পবন্ত কলিধন্য বৈষ্ণবোপসনা।
সে রসে রস না কেন তারক রসনা।।

রাখাল বেশে বালক হরিচাঁদ

এইভাবে চারি ভাই করে বাল্য খেলা।
এবে শুন মহাপ্রভুর স্বীয় বাল্য লীলা।।
মহাপ্রভু বাল্যকালে রাখিতেন গরু।
ধরিয়া গোপালবেশ বাঞ্ছাকল্পতরু।।
'আবা' ধ্বনি দিয়া করে ধরিতেন তাল।
আনন্দে করিত নৃত্য গোধনের পাল।।
গোপনীয় ভাব যথা ছিল বৃন্দাবনে।
করিত তেমনি খেলা রাখালের সনে।।
ব্রজেতে যেমন ভাব ছিল ভঙ্গীবাঁকা।
সেইভাবে দাঁড়া'তেন যষ্টি দিয়া ঠেকা।।
ভাব দেখে রাখালেরা জিজ্ঞাসিত নাম।
বলিতেন "নাম কৃষ্ণ দূর্বাদল শ্যাম"।।

গোষ্ঠপতি হরিচাঁদ

যখন পৌগণ্ডলীলা, রাখালের সঙ্গে খেলা,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোপাল পাল হইতে, বাছুড়ী গেলে দূরেতে,
আবাধ্বনি করিত তখন।।
আবাধ্বনি শ্রুত হ'য়ে গাভী বৃষভ আসিয়ে,
তৃণ-বারি খাইত একত্রে।
প্রভু কহে গাভী এঁড়ে, যাইতে না পারে এড়ে,
বাঁধা আছে অলক্ষিত সূত্রে।।
কখন রাখালগণে, কহিত আনন্দ মনে,
"হরিচাঁদ বাঞ্ছাকল্পতরু।
রাখালের প্রাণ ধন, হে নটবর! রঞ্জন,
নাটুয়া নাচাও দেখি গরু।।"
হরিচাঁদ বলে "ভাই! তোমাদের জ্ঞান নাই,
গরু নাচে মানুষের বোলে?
রাখালেরা কহে বাণী, আমরা তোমারে মানি,
ওরা মানিবে না কিবা বলে?'
হরিচাঁদ বলে কথা, 'সকলে আসিয়া হেথা,
ধেনু রাখি যতেক রাখালে।
মানুষে মানুষে মানে, পশু নাচা'ব কেমনে,
আমি নহি বাজীকরের ছেলে'।।
রাখালেরা বলে "বুঝি, নিত্য যে দেখাও বাজী,
বাজীকর তুমি মন্দ নয়।
আবাধ্বনি দিয়া কেন, পালের গোধন আন,
তা'রা কি ডোরেতে বদ্ধ রয়?
তুমি রাখালের রাজা, আমরা তোমার প্রজা,
মোরা প্রজা ওরা কি প্রজা না?
আমরা বাক্য মেনেছি, নাচা'লে আমরা নাচি,
মোরা নাচি ওরা কি নাচে না?
আমরা বাথানে থাকি, তব বাক্যে ধেনু রাখি,
পাল হ'তে অন্য ঠাঁই যায়।
'দে' ব'লে দর্প করিলে, অমনি ফিরিয়া চলে,
ফেরে দেখি মোদের কথায়।।
হলধর হাল চাষে, দাপটে ফিরিয়া আসে,
চাষে বৃষে মাঠে ঘাটে রাখা।
রাখালেরা মনঃক্ষুন্ন, ইচ্ছাময় পূর্ণব্রহ্ম!
দেখা-দেখা না দেখা না দেখা।।"
রাখালের কথা শুনি, রাখালের শিরোমণি,
আবাধ্বনি দিয়া দাঁড়াইল।
পিছে পাঁচনী ঠেকায়ে, পদ পরে পদ দিয়ে,
ফিরাইয়ে কবরী বাঁধিল।।